কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের নকশা। ছবিঃ জনসংযোগ দপ্তর, কুবি।

দীর্ঘ স্থবিরতার পর কুবির অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে পুরোদমে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘ অপেক্ষার পর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি হস্তান্তরের মাধ্যমে চালু হতে যাচ্ছে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ। গত ১০ এপ্রিল কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত ১৯৪.১৯ একর ভূমি দখল হস্তান্তর' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ ভূমি হস্তান্তর করা হয়।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত ১৯৪.১৯ একর ভূমি জেলা প্রশাসক আমাদেরকে হস্তান্তর করে দিয়েছে। আমরা এই জমিটা পেয়ে গেছি। এই জমি এখন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা। আমরা এখানে উন্নয়ন প্রকল্প পুরোদমে চালাতে পারবো। হয়তো কাল থেকেই সেনাবাহিনী কাজ শুরু করে দিবে।

এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন, উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

এর আগে ২০১৮ সালের ২৩ অক্টোবর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) ১১তম সভা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ১ হাজার ৬৫৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার মেগা প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। মাঝে তিন বছর ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন জটিলতার পর ১৯৪.১৯ একর বুঝে পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এই অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজের জন্য গত বছরের ১১ মার্চ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগ্রেডের সাথে চুক্তি সই করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

ওয়েবমেট্রিক্স র‍্যাংকিংয়ে ৩১৬ ধাপ এগিয়ে কুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে ৩১৬ ধাপ এগিয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)। এ বছর কুবির অবস্থান চার হাজার ৯৩৩ তম এবং বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থান ৪১ তম। গত বছরের র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বে কুবির অবস্থান ছিল পাঁচ হাজার ২৪৯ তম।

স্পেনের মাদ্রিদভিত্তিক শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ওয়েবমেট্রিক্স' সম্প্রতি তাদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশ করেছে। সারাবিশ্বের প্রায় ১২ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবমেট্রিক্সের ২০২২ সালের র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, এটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি আনন্দের সংবাদ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বড় প্রাপ্তি।

ওয়েবমেট্রিক্স প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা, সাম্প্রদায়িক সন্নিবেশ অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ভূমিকা বিবেচনা করে র‍্যাংকিং তৈরি করে।

পদ্মাসেতু আমাদের সক্ষমতার প্রতীক -উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

পদ্মাসেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার

পদ্মাসেতু আমাদের সক্ষমতার প্রতীক। পদ্মা শুধু একটি সেতু নয়। এটি আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। শত বাধা পেরিয়ে এই সেতু গড়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

গত ২৮ জুন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। আনন্দ শোভাযাত্রা শেষে উপাচার্য এই মন্তব্য করেন।

এ সময় তিনি আরও বলেন, পদ্মাসেতু শুধু আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকেই উন্নত করবে না ভবিষ্যতে বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মূল ফটকের সামনে এসে শেষ হয়।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মো. মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম, আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক ড. রশিদুল ইসলাম শেখ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা কার্যালয়ের পরিচালক ড. মোহা. হাবিবুর রহমান, প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) কাজী ওমর সিদ্দিকীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'বাংলা নববর্ষ ১৪২৯' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিখ্যাত গম্ভীরা সংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পীরা।

মানসম্মত আসবাব না দেওয়ায় কুবিতে কোটি টাকার দরপত্র বাতিল

আসিফ মাহমুদ

টেন্ডার (দরপত্র) অনুযায়ী মানসম্মত আসবাবপত্র না দেওয়া ও সময়মতো আসবাব সরবরাহ না করার কারণে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে এক কোটি দশ লাখ (প্রায়) টাকার দরপত্র চুক্তি বাতিল করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এছাড়া ৩৭ লাখ ৮৩ হাজার টাকার বিলও আটকে দেওয়া হয়েছে। দরপত্র অনুযায়ী কাজ না করায় চুক্তি বাতিলের ঘটনা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম বলে দাবি করছেন সংশ্লিষ্টরা।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নির্মিত বঙ্গবন্ধু হলের বর্ধিত অংশ ও শেখ হাসিনা হল, শিক্ষক ডরমেটরি এবং অ্যাকাডেমিক ভবনের আসবাবপত্রের জন্য মেসার্স আবু জাহের মৃধা নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা হয়।

উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে সাত সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন শেষে এ চুক্তির অনুমোদন দেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমরান কবির চৌধুরী। শেখ হাসিনা হলের জন্য ৭১ লাখ সাত হাজার ৫০০ টাকা, বঙ্গবন্ধু হলের জন্য ৭৫ লাখ ৬৭ হাজার ত্রিশ টাকা এবং শিক্ষক ডরমেটরি ও অ্যাকাডেমিক কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির জন্য ৩৮ লাখ ৮২ হাজার ৮৮০ টাকার চুক্তি করা হয় মেসার্স আবু জাহের মৃধা নামক ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে।

চুক্তি অনুযায়ী ওই প্রতিষ্ঠানকে দেড় মাসের সময় দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হল, শেখ হাসিনা হল, শিক্ষক ডরমেটরি ও অ্যাকাডেমিক ভবনের জন্য মানসম্মত আসবাব দেওয়ার কথা বলা হয়। এই দেড় মাস সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হলের আসবাবপত্র দিতে সক্ষম হয় প্রতিষ্ঠানটি। বাকি আসবাবপত্রের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পরবর্তী সময়ে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যে মানের আসবাব দেওয়ার কথা ছিল তা না দেওয়ার অভিযোগে ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে এ বছরের (২০২২) ১১ এপ্রিল নিয়ম অনুযায়ী শেখ হাসিনা হল, ডরমেটরি ও অ্যাকাডেমিক টুলের চুক্তি বাতিল করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু হলের অর্ধেক বিল আটকে দেওয়া হয়।

এর আগে চুক্তি বাতিলের পূর্বে ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনবার চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়।

(কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়)

২০২২ সালের ৬ মার্চ প্রথম চিঠি দেওয়ার দশদিন পর ১৬ মার্চ আবার ওই প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেওয়া হয়। সর্বশেষ তৃতীয় চিঠি দেওয়া হয় ৩১ মার্চ। কিন্তু ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপরই বঙ্গবন্ধু হলের অর্ধেক বিল (৩৭ লাখ ৮৩ হাজার টাকা) আটকে দেওয়া হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার চুক্তি বাতিল করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'যাচাই বাছাই কমিটির প্রতিবেদনের পর আমি বঙ্গবন্ধু হলে নিজে গিয়ে দেখেছি, যে মানের আসবাবপত্র দেওয়ার কথা ছিল তা দেওয়া হয়নি। এরপর সে কয়েকবার এসে তার বাকি বিলের কথা জানালে আমরা সেটা আটকে দেই এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির সাথে টেন্ডার বাতিল করে দিয়েছি।

পাশাপাশি তাকে বলে দেওয়া হয়, যে মানের আসবাবপত্র বঙ্গবন্ধু হলে দেওয়ার কথা সেই মানের আসবাবপত্র দেওয়ার জন্য। যদি সে ওই মানের আসবাব আমাদের দেয় তাহলে সে তার বিলের বাকি টাকা পাবে। তবে আসবাবপত্র না দেওয়ায় তাকে তিনবার চিঠি দেওয়া হলেও তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে আমরা তাকে শোকজ করি।'

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, শোকজের পর প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আর যোগাযোগ না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকীকে প্রধান করে প্রকৌশল দফতরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এসএম শহীদুল ইসলাম, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরের সহকারী পরিচালক ড. মো. শাহাবুদ্দিন এবং অর্থ ও হিসাব দফতরের উপ-পরিচালক আবু তাহেরকে নিয়ে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা যায়, মেসার্স আবু জাহের মৃধার সাথে চুক্তি বাতিলের পর চার সদস্যবিশিষ্ট সেই কমিটি ২০ এপ্রিল বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে আলোচনায় বসে। এরপর ২৭ এপ্রিল এক কোটি ১০ লাখ আট হাজার ১৭৭ টাকার চুক্তি অনুমোদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৩০ জুন পর্যন্ত বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনকে সময় দেওয়া হয়।

বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে চুক্তির আওতায় তৈরীকৃত আসবাবপত্র কমিটির প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী বলেন, 'আমি মনে করি এটা প্রশাসনের একটা কার্যকর সিদ্ধান্ত। এতে করে নির্দিষ্ট সময় ও মানসম্মত আসবাব দুটোই পাওয়া সম্ভব হয়েছে।'

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চুক্তি বাতিল হওয়া ওই প্রতিষ্ঠানের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

বাংলা বিভাগের গবেষণা জার্নালের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) বাংলা বিভাগ থেকে এককভাবে প্রকাশিত জার্নাল 'ভাষা সাহিত্য পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের আটটি এবং ভারতের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৬ জন শিক্ষকের প্রবন্ধ রয়েছে এই গবেষণাপত্রে।

জার্নালের সম্পাদক কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান মিলকী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলা বিভাগ থেকে ভাষা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। যা একটি বিভাগের শিক্ষা-গবেষণা কাজেরই অংশ বলে মনে করি।

বাংলাদেশের বাইরে ভারত থেকে বেশ কয়েকজন প্রাবন্ধিক এই সংখ্যায় লিখেছেন। সেক্ষেত্রে এটা আন্তর্জাতিক প্রকাশনাও বলা যায়।

সম্পাদনা পরিষদ : মাহবুবুল হক ভূঁইয়া, ড. মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, শারমিন সুলতানা, আলি আহসান, মাহমুদুল হাসান, সুমনা আক্তার, কাজী ফাখেরা নওশীন, মোহাম্মদ এমদাদুল হক। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এবং কুমিল্লা-৩৫০০ থেকে মুদ্রিত। ওয়েবসাইট: www.cou.ac.bd.

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

ত্রিপুরা ভাষায় অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুবাদ কুবি শিক্ষার্থীর
পৃষ্ঠা। ৩

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা (নভেম্বর ২০২২)। বুধবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি. অগ্রহায়ণ ১৫, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, জামাদিউল আউয়াল, ১৪৪৪ হিজরি। মূল্য: ১০.০০ টাকা। www.cou.ac.bd (CoU Barta)

নতুন উপাচার্য পরিচিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈনকে আগামী চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৬ এর ১০ (১) ধারা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম উপাচার্য হিসেবে এই নিয়োগ পেয়েছেন তিনি।

১৬ জানুয়ারি দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপসচিব মো. মাহমুদুল আলম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

(অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন)

বরিশাল জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি, বরিশাল বিএম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন তিনি। ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও ১৯৮৫ সালে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। ২৩ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব স্টার্লিং থেকে কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় পিএইচডি করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

এছাড়াও ২০০৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড ফর লার্নিং অ্যান্ড টিচিংয়ের জন্য মনোনীত হন তিনি। দেশ ও বিদেশে প্রকাশিত জার্নালে তার লেখা ৩৮টি নিবন্ধ রয়েছে।

অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি বিশ্বব্যাংক, ইউকেএইড, সিডা, সুইস অ্যাজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কর্পোরেশনের মতো বহু দাতা সংস্থার প্রযুক্তিগত পরামর্শক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন।

শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন।

কুবিকে র‍্যাংকিংয়ের প্রথম সারিতে নিয়ে যেতে চাই- উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

'একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আর সেই উদ্দেশ্য হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে প্রথম সারিতে নিয়ে যেতে চাই।' কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত কেন্দ্রীয় নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

গত ৩০ মার্চ বিকাল ৫ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিখ্যাত গম্ভীরা সংগীতের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা কার্যালয়ের পরিচালক ড. মোহা. হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। এ সময় তিনি বলেন, আমি এসে প্রথমে ফোকাস করেছি একটি অ্যাকাডেমিক পরিবেশ তৈরি করতে। এখানে শিক্ষা, শিক্ষকতা এবং গবেষণা হবে। এ জন্য কোষাধ্যক্ষকে গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি করতে বলেছি। যা ব্যয় হবে দেশি বিদেশি বিভিন্ন কনফারেন্স সেমিনারে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. দুলাল চন্দ্র নন্দী, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি জায়গা যেখানে ঢোকার জন্য অনেক রাস্তা আছে কিন্তু বের হওয়ার কোনো রাস্তা নাই। এ বিশ্ববিদ্যালয় তোমার জন্য তেমনই একটি পরিবার যেখান থেকে তুমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বের হতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, এটাই তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। তুমি তোমার নিজেকে ঠিকভাবে তৈরি করলেই বাংলাদেশ ঠিক ভাবে তৈরি হবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হল প্রভোস্ট, বিভাগীয় প্রধান, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভবিষ্যতে বিশ্বমানের করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা বিশ্বে আর একজনও জন্মাবে না- উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের নেতা, বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের নেতা, বঙ্গবন্ধু কৃষকদের নেতা। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা আর বিশ্বে একজনও জন্মাবে না বলে মন্তব্য করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনকালে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে। ১৭ মার্চ সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাডমিন্টন কোর্টে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

বেলা ১১টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈনের নেতৃত্বে প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে এক আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে শেষ হয়।

এ সময় উপাচার্যের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য। এরপর শিক্ষক সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিভিন্ন হল প্রশাসন, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে।

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মোকাদ্দেস-উল-ইসলামের সঞ্চালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে বলেন, শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল তা অপরিসীম। আমরা বঙ্গবন্ধুর গুণাবলি ধারণ করব। ঘরে ঘরে যেন বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা তৈরি হয় সেজন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি। তিনিই আমাদের ঐক্যের প্রতীক। গায়ে মুজিব কোট আর স্লোগান দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করলে চলবে না। তাঁর আদর্শকে কতটুকু হৃদয়ে ধারণ করতে পারি সেটাই মূল বিষয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো আসাদুজ্জামান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. আবু তাহের, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. দুলাল চন্দ্র নন্দী, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হল প্রভোস্ট, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেনসহ কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

আলোচনা সভা শেষে কেক কেটে, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে এবং দোয়া ও মিলাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

এপিএ মূল্যায়নে ১৯ ধাপ এগিয়েছে কুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে ১৯ ধাপ এগিয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)। দেশের ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কুবির অবস্থান ২৩তম।

গত ২ অক্টোবর ইউজিসির সচিব ড. ফেরদৌস জামান স্বাক্ষরিত এক তালিকা থেকে এ তথ্য জানা যায়। এতে দেখা যায়, এ বছর ইউজিসির 'এপিএ' মূল্যায়নে ১০০ নম্বরের মধ্যে কুবি পেয়েছে ৬৯.৯৪।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, এমন অর্জনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়ে গুরুত্বের ভিত্তিতে আমরা কাজগুলো শেষ করেছি। আমরা আমাদের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছি ইতোমধ্যে। আমি যতদিন দায়িত্বে আছি সকলের সহযোগিতায় সবগুলো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করব।

পছন্দের তালিকায় প্রথম অবস্থানে কুবি

গুচ্ছ ভর্তি

অনন মজুমদার

২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষের সমন্বিত ভর্তিতে প্রতি আসনের বিপরীতে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক ভর্তি আবেদন শেষে মোট এক হাজার ৪০ টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৩২ হাজার ৮৭ টি। প্রতি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন প্রায় ৩১ জন।

শিক্ষার্থীদের মোট আবেদন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম অবস্থানে আছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। জবিতে মোট আবেদন করেছেন ৪৩ হাজার ৪২৭ জন। দুই হাজার ৭৬৫ টি আসনের বিপরীতে প্রতি আসনে প্রায় ১৬ জন আবেদন করেছেন। তালিকায় এর পরের অবস্থান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি)। দুই হাজার ২০টি আসনের বিপরীতে ভর্তির আবেদন জমা পড়েছে ৪২ হাজার ৯৬৫ টি। প্রতি আসনের বিপরীতে প্রায় ২১ জন আবেদন করেছেন। মোট আবেদনের দিক থেকে কুবির অবস্থান তৃতীয়।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ড. মো. সাইফুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের এমন আগ্রহের পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। নতুন ভিসি স্যার আসার পর থেকেই গবেষণার উন্নয়ন ও শিক্ষার মান বাড়ানোর দিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে বেশকিছু জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেশন জট না থাকাও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধির একটি কারণ হতে পারে।

এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'এটা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা সুসংবাদ। বিশ্ববিদ্যালয় যে এগিয়ে যাচ্ছে এটা তার একটা প্রতিফলন। আমরা শিক্ষকদের গবেষণার জন্য যে ভিশন ও কার্যক্রম নিয়েছি তারা যেন তাতে পূর্ণ সমর্থন করেন।'

(কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রথমবারের মতো নিজস্ব অর্থায়নে মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিল কুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো নিজস্ব তহবিল থেকে শিক্ষার্থীদের ভাইস চ্যান্সেলর স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। গত ১৬ নভেম্বর সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেধাবী ও অসচ্ছল ক্যাটাগরিতে ২৩৭ জন শিক্ষার্থীর হাতে এই বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়।

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রশিদুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবং কোষাধ্যক্ষ ড. মো. আসাদুজ্জামান। এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কুমিলা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সফিকুল ইসলাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'অ্যাকাডেমিক সাইডে শিক্ষার্থীরা যে সাফল্য, প্যাশন, অধ্যবসায় প্রদর্শন করেছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ এই স্কলারশিপ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে। আজকে যারা সাফল্যের স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে তারা তাদের বন্ধুবান্ধবদেরও অনুপ্রাণিত করবে, তাদেরকে সাহায্য করবে। শিক্ষা হওয়া উচিত গঠনমূলক, অর্থপূর্ণ ও প্রকৃত। শিক্ষা এমন হবে না যা ধ্বংসাত্মক।'

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সফিকুল ইসলামের হাত থেকে বৃত্তির চেক গ্রহণ করছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, এককালীন মাত্র ৮৫০০ টাকা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সচ্ছলতা ফেরানো সম্ভব নয়। আমরা শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ এই বৃত্তি দিচ্ছি, যাতে তারা উৎসাহিত হয় এবং তাদের এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান বলেন, নতুন কিছুর সূচনা করার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের যেমন সম্মানিত করে তেমনি তাদের দায়িত্বশীলও করে তোলে। যা মূলত মেধার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করা, সর্বোপরি দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, গুচ্ছ পদ্ধতির পরীক্ষায় আয়কৃত টাকা এবং নিজস্ব ফান্ড থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর আগেও গত ২৪ মে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসচ্ছলতা ও মেধাতালিকার ভিত্তিতে ৫৮ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন মেধাবৃত্তি দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ জ্ঞানী তৈরি করা - উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হচ্ছে জ্ঞানী তৈরি করা। এর জন্য প্রয়োজন গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা। শুধু ক্লাসনির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে ভালো শিক্ষার্থী তৈরি করা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। উপাচার্যের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় তিনি বলেন, আমাদের অনেক শিক্ষক আছেন যাদের ট্রেনিংও আছে আবার গবেষণাও আছে। প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে গবেষণা সংস্কৃতি উন্নত করা গেলে র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে। এ জন্য গবেষণার দিকে আমরা বেশি বেশি নজর দেব। আর জ্ঞাননির্ভর গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে (কুবি) দেশের অন্যতম লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র শিক্ষক আচরণ, ক্যাম্পাসে রাজনীতি ও শিক্ষার পরিবেশ তৈরিসহ বিভিন্ন সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, বর্তমানে সাড়ে ছয় হাজার শিক্ষার্থীর এ বিদ্যাপীঠে ১৯টি বিষয় চালু আছে। উন্নত বিশ্ব যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও নতুন নতুন বিষয়ে বিভাগ চালু করা হবে। বিভিন্ন বিভাগে যে জনবল সংকট রয়েছে পর্যায়ক্রমে তা পূরণ করা হবে। এ ছাড়া ইউজিসির নীতিমালা মেনে মেধার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের থেকে শিক্ষক-কর্মকর্তা পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেয়া হবে।

পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তি ও কারিকুলামে পরিবর্তন আনার আহ্বান কুবি উপাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদক

'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যক্রম ও কারিকুলামে পরিবর্তন আনার আহ্বান জানিয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। গত ২১ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ কে খান আইন অনুষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক আয়োজিত '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান করেন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণ, অবিচ্ছিন্ন এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা, মিশ্র শিক্ষা, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ও পাঠদান, কারিকুলামের ক্রমাগত পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারিকুলাম তৈরির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. নাছিম আখতার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক ড. বেনু কুমার দে এবং রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক কাঞ্চন চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমে উৎকর্ষতা অর্জন করতে হবে। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ই-গভর্নান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণে এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত এ কর্মশালায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসি'র মোট ৪৬ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উন্নত মানের পরিচয়পত্র পেল কুবি শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

উপাচার্যের কার্যালয়ে পরিচয়পত্র গ্রহণ করছেন শিক্ষার্থীরা।

প্রতিষ্ঠার পর ১৬ বছর ধরে কাগজের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আসছিলো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষার্থীরা। যা নিয়ে অনেকদিনের অভিযোগ ছিল শিক্ষার্থীদের। উন্নত মানের পরিচয়পত্রের প্রত্যাশা তাদের বহুদিনের। সেই অভিযোগ ও প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে উন্নত মানের পরিচয়পত্র প্রদান করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গত ১২ অক্টোবর সকাল ১০টায় উপাচার্যের দপ্তরে শিক্ষার্থীদের গলায় পরিচয়পত্র পরিয়ে এর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

এই বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'একটা আইডি কার্ড শিক্ষার্থীদের পরিচয় বহন করে। সেই আইডি কার্ড অবশ্যই উন্নত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের অনেকদিনের দাবি ছিল এবং আমাদেরও প্রত্যাশা ছিল শিক্ষার্থীদের স্মার্ট আইডি কার্ড দেওয়ার। অবশেষে আমরা তাদের দাবি পূরণ করতে পেরেছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান বলেন, শিক্ষার্থীদের উন্নত মানের পরিচয়পত্র দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এর জন্য আমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

মুদ্রণ কমিটির সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এমদাদুল হক বলেন, পরিচয়পত্রে একটা কিউআর কোড দেওয়া আছে। সেটা স্ক্যান করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে।

উন্নত মানের পরিচয়পত্র পেয়ে আনন্দিত শিক্ষার্থীরাও। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী কাজী কাইজা মাহজাবিন বলেন, আমরা উন্নত মানের পরিচয়পত্র পেয়ে ভীষণ খুশি। এটা আগের থেকে ভালো। এখন আমাদের একটা আলাদা পরিচয় তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, পরিচয় পত্রের যেকোনো প্রকার ভুল সংশোধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং তথ্য প্রদানের সময় কোন ভুল হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে তাদের (শিক্ষার্থী) হল প্রভোস্টের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

প্রযুক্তি যেন তোমাদের ব্যবহার করতে না পারে- জাফর ইকবাল

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত 'সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

নিজস্ব প্রতিবেদক

'আমি একবারও বলি নাই তোমরা স্মার্টফোন, কম্পিউটার-ল্যাপটপ সব ফেলে চুল-দাড়ি রেখে বনবাসী হও। আমি বলছি টেকনোলজি অবশ্যই তোমরা ব্যবহার করবে। কিন্তু টেকনোলজি যেন তোমাদের ব্যবহার করতে না পারে।' গত ৩০ মে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত 'সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গ' শীর্ষক সেমিনারে এই কথা বলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

দিনব্যাপী আয়োজিত এই সেমিনারের শেষ অংশে কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলাম মাওলার সভাপতিত্বে আলোচনায় যুক্ত হয়ে তিনি আরও বলেন, কেউ একজন বলেছেন- যদি তোমাকে কোন কিছুর জন্য অর্থ পরিশোধ করতে না হয় তাহলে তুমি নিজেই একটি পণ্য। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এসব ব্যবহারের জন্য তো আমাদের কোনো অর্থ দিতে হয় না। এদের কাছে আমরাই প্রোডাক্ট।

সেমিনারের শেষভাগে কুবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল একজন চমৎকার ও প্রভাবশালী মানুষ আমি এখানে না আসলে জানতাম না। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে কুবি ক্যাডেট আরিফা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য স্পেশাল ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে দিল্লি গিয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি প্লাটুনের ক্যাডেট কর্পোরাল আরিফা আক্তার। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের এই শিক্ষার্থী।

আরিফা ময়নামতি রেজিমেন্টের অধীনে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বিএনসিসি প্লাটুন থেকে দিল্লি সফরের জন্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের যুব রাষ্ট্রদূত হিসেবে গত জুলাই মাসে ভারতের দিল্লিতে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে ভ্রমণের সুযোগ পান। কুবি বিএনসিসি প্লাটুন থেকে এই পর্যন্ত চারজন ক্যাডেট দিল্লিতে গিয়েছেন।

ক্যাডেট কর্পোরাল আরিফা আক্তার।

নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে ক্যাডেট কর্পোরাল আরিফা আক্তার বলেন, 'এই সফরটি আমার বিএনসিসি জীবনে অন্যতম একটা বড় প্রাপ্তি। এর আগে বিএনসিসি থেকে কোনো সফরে যাইনি। আশাকরি এর মাধ্যমে আমিসহ সবাই নিজের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করব ও ভারত সম্পর্কে আরও জানতে পারব। এতে নিজেকে আরও যোগ্য করে তুলে দেশের মানুষের সহযোগিতা করতে চাই।'

প্লাটুন কমান্ডার ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট (বিএনসিসিও) অধ্যাপক ড. মো. শামিমুল ইসলাম বলেন, আমাদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। এটা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বিএনসিসি প্লাটুনের জন্য অনেক গর্বের বিষয়। এছাড়া আগেও আমাদের ক্যাডেট মালদ্বীপ ও নেপালে সফর দিয়েছেন। আশাকরি ভবিষ্যতে আমাদের ক্যাডেট আরও এগিয়ে যাবে।

কুবি প্লাটুন সিইউও আমেনা আক্তার সুমি বলেন, বিএনসিসি থেকে সর্বদা শিক্ষার্থীদের মানসম্মত করে তোলার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশ গঠনে ও ক্রান্তিকালীন সময়ে সহযোগিতা করার জন্য আরও উৎসাহিত করা হয়। আরিফা আক্তারের জন্য শুভকামনা রইলো।

আমার রেজিমেন্টে সেরা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্লাটুন- রেজিমেন্ট কমান্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদক

ময়নামতি রেজিমেন্টের রেজিমেন্ট কমান্ডার লেফট্যানেন্ট কর্নেল কামরুল ইসলাম বলেছেন, আমার রেজিমেন্টের সেরা প্লাটুন হলো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্লাটুন। তাই এই প্লাটুনের দায়িত্বও অনেক বেশি। গত ১৩ জুন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্লাটুন পরিদর্শন ও কুবি বিএনসিসি প্লাটুনের ৮ম ক্যাডেট কর্পোরাল ও ল্যান্স কর্পোরাল পদোন্নতি প্রদানের সময় এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এখানে আরও প্লাটুন খুলবো। ভবিষ্যতে ময়নামতি রেজিমেন্ট থেকে প্রতি বছর পঁচিশজন ক্যাডেট বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাবে। তোমরা অনার্স শেষ করার পর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকতে পারবে। সারা দেশের রানিং ২৬ হাজার ক্যাডেট হল সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন। তাই তোমরা দেশের উন্নয়নের জন্য নিজেদের গড়ে তোলো।

কুবির প্রথম সহকারী জজ নিশি

আইন বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নিশি আক্তার।

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমবারের মতো সহকারী জজ হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন আইন বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নিশি আক্তার। গত ২১ এপ্রিল ১৪তম সহকারী জজ পদে পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে ১০২ জনকে মনোনীত করে নিয়োগের সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন।

স্নাতকোত্তর শেষ করার আগেই সহকারী জজ পদে সুপারিশের বিষয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমার সফলতার পেছনে আমার বাবা মায়ের অনেক অনুপ্রেরণা ছিল। আমি ছোটবেলা থেকেই জীবনে সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। পরিশ্রম আর চেষ্টা আমাকে এতোদূর নিয়ে এসেছে। আমি আমার শিক্ষক, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাকে চলার পথে সহযোগিতা করেছে।

লক্ষ্মীপুরের মেয়ে নিশি আক্তারের বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ২০১২ সালে গোল্ডেন এ-প্লাস পেয়ে তোরাবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসিতে উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপর ২০১৪ সালে এইচএসসিতেও গোল্ডেন এ-প্লাস পান নোয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে। পরবর্তী সময়ে কোনো কোচিং ছাড়াই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তির সুযোগ পান।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

ভারতে কুবির চার শিক্ষার্থীর গবেষণা সফরের অভিজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের '৩য় আন্তর্জাতিক গবেষণা শিক্ষা সফর-২০২২' এ ভারত সফরে গিয়েছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী। এই সফরে তারা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের (কুবিগস) হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।

শিক্ষার্থীরা হলেন, ইংরেজি বিভাগের আনিসুর রহমান ও সাবিরা সুলতানা, নৃবিজ্ঞান বিভাগের জান্নাতুল মাওয়া মীম এবং আইন বিভাগের মাইশা রহমান রোদিতা।

বা (উপর) থেকে আইন বিভাগের মাইশা রহমান রোদিতা, ইংরেজি বিভাগের আনিসুর রহমান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের জান্নাতুল মাওয়া মীম (নিচে) ও ইংরেজি বিভাগের সাবিরা সুলতানা।

ভারত সফরে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে নৃবিজ্ঞান বিভাগের জান্নাতুল মাওয়া বলেন, বেঙ্গল ইন্সটিটিউট অব পলিটিক্যাল স্টাডিজ আয়োজিত 'ডেমোক্রেসি অ্যান্ড পপুলিস্ট ডিসকোর্স ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি' শীর্ষক ৫ম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমরা একটি গবেষণা অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলাম।

সেখান থেকে ইনভাইটেশন লেটার আসার পর নিশ্চিত হয়েছিলাম যে আমি কুবি প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। আমাদের গবেষণার বিষয়টি ('দ্য কন্ট্রিবিউশন অব দ্য টুরিজম ইন্ডাস্ট্রি টু শ্রীলঙ্কাস ইকোনমিক ক্রাইসিস') উপস্থাপন করার মুহূর্তটা ছিল সবচেয়ে আনন্দের।

তিনি আরও বলেন, সম্মেলনে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি, অর্জনের ঝুলিটা ভারী করে নিতে হবে মাথায় এটাই ঘুরতো সবসময়। সেখানে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকদলের গবেষণাপত্র 'স্পেশাল মেনশন' পাওয়াটা ছিল খুবই গর্বের। তবে কুবি শুধু গবেষণায় সেরা ছিল না, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা' গানটি গাইছিলাম আমরা তখন পরিবেশ পুরো থমথমে হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে বিদেশের মাটিতে জাতীয় সংগীত গাওয়াটা অন্যরকম আনন্দের। সেই সাথে নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে আন্তর্জাতিক গবেষণার এই অভিজ্ঞতা আমার অ্যাকাডেমিক জীবনেও ভূমিকা রাখবে।

অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে আইন বিভাগের মাইশা রহমান রোদিতা জানান, নিজের দেশের হয়ে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা সত্যিই আনন্দের। গবেষণা বিষয়ক কাজের প্রতি আগ্রহ থেকেই কুবিগসে যোগ দেওয়া আর তার পরবর্তী সময়ে এই সুযোগ। দেশের বাইরে এই সফরের মাধ্যমেই আমার প্রথম পা ফেলা।

আমাদের গবেষণা বিষয়ের মূল উপজীব্য ছিল পপুলিজম ও তার প্রভাব। এই গবেষণা করতে গিয়ে যেমন শিখেছি গবেষণার মাধ্যমে কীভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তেমনি এই ছোট্ট কাজ করতে গিয়ে পেয়েছি কলকাতার নামিদামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ।

সেখানকার বিজ্ঞ শিক্ষকদের সাক্ষাৎ ও ভালোবাসা পেয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশনা আর নিজের দেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার যে অনুভূতি তা আমার জীবনের মাইলফলক হয়ে থাকবে।

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ও কুবিগসের সভাপতি আনিসুর রহমান বলেন, পড়াশোনার সময়ে একটা গবেষণার কাজে এভাবে দেশের বাহিরে যাব সেটা ভাবিনি। তবে সিলেকশন থেকে ভিসা পাওয়ার বিষয়গুলো জানার পরপরই আমরা গবেষণার কাজে নেমে পড়ি।

এই জার্নি আমার জীবনের মাইলফলক ছিলো এটা বলা উচিত হবে কিনা জানি না, তবে এটা আমার জন্য একটা শুভসূচনা বলবো। আমি যখন আমাদের পোস্টার প্রেজেন্টেশন শেষ করলাম, সেখানকার কিছু শিক্ষক আমার উপস্থাপনা এবং কাজের বেশ প্রশংসা করছিলেন।

তবে আমার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যখন জানতে চেয়েছিল, সেই মুহূর্তটা ছিল আমার জন্য অনেক বেশি সুখকর। দলীয় কাজের জায়গাটিতে আমাদের কিছুটা কমতি ছিলো, যেহেতু এটা আমাদের প্রথমবার। তবে আমাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট বোঝাপড়া, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিলো।

তারা আরও বলেন, আমাদের গবেষণা সংসদ (কুবিগস) এখনও আমাদের কাজের জন্য খুব বেশি অনুকূলে নেই। তবে আশা করি সময়ের সাথে সাথে আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলো কেটে যাবে। সামনে গবেষণার মানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের পরিবর্তন হবে।

সেরা গবেষকের তালিকায় উপাচার্যসহ কুবির ছয় শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক

অ্যালপার ডগার (এডি) সায়েন্টিফিক ইনডেক্স র‍্যাঙ্কিং- ২০২২ এ বিশ্বসেরা গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষক।

(কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন)

গত ২৩ এপ্রিল এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সের ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা যায়। প্রকাশিত তালিকায় থাকা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর পাঁচ গবেষক হলেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন, একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. তোফায়েল হোসেন মজুমদার, অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. খলিলুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী ওমর সিদ্দিকী। এই পাঁচ শিক্ষকের মধ্যে ইকোনমিকস অ্যান্ড ইকোনমেট্রিক্স ক্যাটাগরিতে দুজন, বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগরিতে দুজন ও ন্যাচারাল সায়েন্স ক্যাটাগরিতে একজন স্থান পেয়েছেন।

অন্যদিকে কুবি উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্যমতে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৬২ তম ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান ১৮৫ জন গবেষকের মধ্যে ৮৬ তম অবস্থানে রয়েছেন।

এছাড়া তালিকায় স্থান পাওয়া দুই হাজার ৭৭৬ জন বাংলাদেশী গবেষকের মধ্যে উপাচার্যের অবস্থান এক হাজার ৬৩০ তম এবং কোষাধ্যক্ষ ড. মো. আসাদুজ্জামানের অবস্থান ৭৯৯ তম।

সেরা গবেষকদের নিয়ে প্রকাশিত এ তালিকায় বিশ্বের ২১২টি দেশের গবেষক রয়েছেন। মোট ১২টি ক্যাটাগরিতে বাছাইকৃত সেরাদের মধ্যে বিশ্বের ১৪ হাজার ১২০টি প্রতিষ্ঠানের ৭ লাখ ২৯ হাজার গবেষক স্থান পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, অ্যালপার ডগার (এডি) সায়েন্টিফিক ইনডেক্স গবেষকদের গুগল স্কলারের রিসার্চ প্রোফাইলের বিগত ৫ বছরের গবেষণার এইচ ইনডেক্স, আইটেন ইনডেক্স এবং সাইটেশন স্কোরের ভিত্তিতে এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে।

কুবির উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল আট বছর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কুবির এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে ছিল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সংকট হ্রাস করা, উচ্চশিক্ষার জন্য জন্য উন্নততর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা, কুবির অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নসহ আরও অনেক সুবিধা নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সম্প্রসারিত কাঠামো, শেখ হাসিনা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজ ও নতুন শিক্ষক আবাস তৈরি, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নয়নের কাজও এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছিল। এই প্রকল্পের প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

ত্রিপুরা ভাষায় অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুবাদ কুবি শিক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

ত্রিপুরাদের মাতৃভাষায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ের অনুবাদ করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সপ্তম ব্যাচের শিক্ষার্থী যুবরাজ দেববর্মা। ত্রিপুরা ভাষায় বইটির নাম 'পাইথাকয়া সাংমা' যার অর্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'।

টানা দুই বছর কাজ করে ত্রিপুরাদের নিজস্ব মাতৃভাষা ককবরকে রূপান্তরিত করেন যুবরাজ। তিনি বলেন, ২০২০ সালকে যখন মুজিব শতবর্ষ ঘোষণা করা হয় তখন থেকেই নিজের জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কিছু করার ইচ্ছা জাগে। তাই বইটি অনুবাদের পথটি বেছে নেই।

প্রায় এক লক্ষ শব্দ সংখ্যা ও ৩০৩ পৃষ্ঠার বইটির পুরোটাই অনুবাদ করেছেন যুবরাজ নিজে। বইটিতে তিনি ককবরক ভাষার বিপন্ন অনেক শব্দও ব্যবহার করেছেন। ভাষাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে বইটি ভূমিকা রাখবে বলেও মনে করেন তিনি। অনুবাদের পর গত আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টে জমা দিলে সেখান থেকে বইটি প্রকাশের প্রাথমিক অনুমোদন পান তিনি।

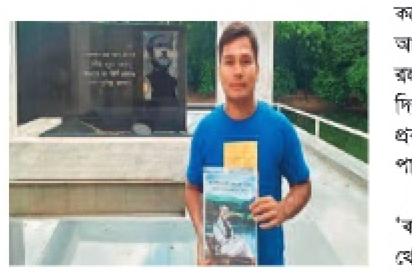

নৃবিজ্ঞান বিভাগের সপ্তম ব্যাচের শিক্ষার্থী যুবরাজ দেববর্মা।

যুবরাজ দেববর্মা বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা থেকেই ককবরক ভাষায় বইটি অনুবাদের কাজ শুরু করি। প্রায় দুই বছর পরিশ্রমের পর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভাষান্তরের কাজটি শেষ করি।'

তিনি আরও বলেন, বইটি ছাপানোতে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু কারও কাছ থেকে সহযোগিতা পাইনি। তবে এখন ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) কাছে দারস্থ হয়েছি এবং তারা এই বিষয়টা নিয়ে খুবই আন্তরিক। আশা করি বইটি খুব দ্রুত প্রকাশ করতে পারবো।

এই বিষয়ে যুবরাজের বিভাগের শিক্ষক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এম এম রবিউল আউয়াল চৌধুরী বলেন, সে শিক্ষার্থী থাকাকালীন একটু ভিন্নধর্মী চিন্তা করতো। এছাড়াও আমরা আমাদের যে কোর্সগুলো পড়াই তাকে বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা খুব কম শিক্ষার্থীই করে। সে এটা করতে পেরেছে।

তিনি বলেন, তার এই অনুবাদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা আমরা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবো। বঙ্গবন্ধুর কথা যতবেশি মানুষকে জানাতে পারবো ততই ভালো।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি) চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম স্থান এবং জাতীয় পর্যায়ে ১৬তম স্থান অর্জন করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) বিভাগের দল 'সিওইউ আনপ্রেডিক্টেবল ৩২০৭'। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ১০৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৬৫টি প্রোগ্রামিং দলের ৬৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

গত ৮ অক্টোবর বিকেলে রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিওইউ আনপ্রেডিক্টেবল ৩২০৭ দলটির হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন আইসিটি বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অনিক চক্রবর্তী, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম রিয়াদ ও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইফতেখার নাহিম।

শিক্ষার্থীদের এমন অর্জনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, এটা অনেক বড় সফলতা বলে আমি মনে করি। আর আইসিটি বিভাগও যে অনেক বেশি ক্যাপাবল এটার মাধ্যমে তা আবারও প্রমাণিত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধিতে এরাই মূলত কাজ করে। আর এমন কাজে যেমন সাপোর্ট প্রয়োজন আমি দেওয়ার চেষ্টা করে যাব।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দলনেতা অনিক চক্রবর্তী বলেন, প্রোগ্রামিংয়ে হাতেখড়ি হয় আমাদের বড় ভাইদের হাত ধরে। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আমাদের এই কন্টেস্টের যোগ্যতা অর্জনের পিছনে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে এক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছে। প্রতি মাসে ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের আয়োজন করা হয়।

বিইউবিটির উপাচার্য ড. মো ফাইয়াজ খানের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। প্রতিমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিপিসি এশিয়ার ঢাকা অঞ্চলের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আলী নূর।

উল্লেখ্য, 'আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি)' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বের জনপ্রিয় ও সবচেয়ে বড় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতি বছর দু'টি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে বিশ্বের আটটি অঞ্চল থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীরা চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়।

বা থেকে রাকিবুল ইসলাম রিয়াদ, ইফতেখার নাহিম ও অনিক চক্রবর্তী।

হলে শৃঙ্খলা আনতে কুবি প্রশাসনের নানামুখী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আবাসিকীকরণ ও সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে শৃঙ্খলার আওতায় আনা হচ্ছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোকে। এর আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় হলগুলোতে শিক্ষার্থী উঠানো ও রুম বণ্টনসহ নানান কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ফলে রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকলে শিক্ষার্থীদের হলে সিট পেতে বেগ পেতে হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত শেখ হাসিনা হলে সম্পূর্ণ প্রশাসনিকভাবে ও আবেদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হলে আসন বিন্যাস করা হয়েছে। এর পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আবাসিক হলগুলোতে থাকা শিক্ষার্থীদের বৈধকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সম্প্রতি কুবির চারটি আবাসিক হলে প্রায় ৩৪টি ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। হলগুলোর প্রাধ্যক্ষদের দাবি এতে করে বিভিন্ন সময় হলে চুরির যেসব ঘটনা ঘটে তা অনেকটা কমে আসবে। পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটলেও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তা যাচাই করার ব্যবস্থা করা যাবে।

তারা আরও বলেন, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের আবাসিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিচয় নিশ্চিত করা গেলে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে যাবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শান্তিপূর্ণ মনোভাবের শিক্ষার্থী পড়তে আসে যারা রাজনীতিতে সংযুক্ত হওয়া বা ঝামেলায় পড়তে চায় না। পরে তারা হলে না উঠে আশেপাশের মেসে বা হোস্টেলে থাকে। সেখানে তারা পড়া ও খাওয়ার ভালো পরিবেশ নাও পেতে পারে। হলে থাকলে এই দিক থেকে তারা নিরাপদে থাকবে বলে মনে করি।

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা তখনই ঠিক থাকবে যখন তাদের প্রশাসন ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকবে। এজন্যই আমরা চেষ্টা করছি হলগুলোকে একটা নিয়মের মধ্যে আনতে। এতে করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ উপকৃত হবে বলে মনে করি।

কুবিতে আইকিউএসির নানামুখী কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) উদ্যোগে 'মানব পাচার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয়' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এই কর্মশালা শুরু হয়।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) পরিচালক পদে আগামী তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রশিদুল ইসলাম শেখ।

আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রশিদুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ.এফ.এম. আবদুল মঈন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান।

মানবসম্পদ পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে কুবি উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন কারণে মানবসম্পদ পাচার হয়ে থাকে। যার দুর্ভোগ পোহাতে হয় গরীব ও দুঃস্থ জনগণকে। যার বড় একটি অংশ নারী ও শিশু।

মানবসম্পদ পাচার রোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থা, মিডিয়া, এনজিও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই সমস্যা দূর করার জন্য একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

এর আগে গত ১৮ এপ্রিল 'হাউ টু এনহ্যান্স স্টুডেন্ট এনগেজমেন্ট থ্রো অ্যাসেসম্যান্ট টাস্কস' এবং ১৩ জুন 'তথ্য অধিকার আইন: কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষিত' শীর্ষক পৃথক দুটি কর্মশালার আয়োজন করে আইকিউএসি।

'তথ্য অধিকার আইন: কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগের উপ-পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান।

এ সময় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান কুবি উপাচার্য।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত 'রোড টু ইউএস ইউনিভার্সিটি: অপরচুনিটিজ ফর জার্নালিজম' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভাগটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মাইক্রোসফটে চাকরি পেলেন কুবির রাজীব

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) সাবেক শিক্ষার্থী রাজীব চন্দ্র পাল। তিনি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

গত ২৯ এপ্রিল মাইক্রোসফট এক অফিশিয়াল ই-মেইলের মাধ্যমে তার নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই বছরের ১৫ অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে মাইক্রোসফট রিসার্চ সেন্টারে যোগ দিয়েছেন তিনি।

এমন সুযোগের পর রাজীব তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আমি সবসময় গুগল, মাইক্রোসফট, ফেসবুকের মত বড় কোম্পানিগুলোতে কাজ করতে চেয়েছি। এদিক থেকে আমি সৌভাগ্যবান।

নিজ শিক্ষার্থীর এমন সফলতা সম্পর্কে সিএসই বিভাগের প্রধান সহকারী অধ্যাপক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, রাজীব প্রথম থেকেই তার ক্যারিয়ার নিয়ে সিরিয়াস ছিল। বিভাগের বিভিন্ন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় সে ও তার দল বরাবরই ভালো করেছে। এই সাফল্য তার পরিশ্রমের ফল।

রাজীব চন্দ্র পাল।

'বৃক্ষের বাগানি খামে, চিঠি দিও প্রিয়জনের নামে' এই স্লোগানে হাতে লেখা চিঠি ফিরিয়ে আনতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র প্রাকৃতি সংগঠন 'বৃত্ত কুবি' তৈরি করেছে 'চিঠি চত্বর'। রং-তুলির আঁচড়ে বর্ণিল এ চত্বর এখন শিক্ষার্থীদের প্রধান আকর্ষণ। (ছবি: তরিকুল ইসলাম শিলয়)

সিন্যাপস র‍্যাংকিংয়ে ৯ ধাপ এগিয়েছে কুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতীয় পর্যায়ের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাগুলোর ওপর নির্ধারণ করা সিন্যাপস র‍্যাংকিংয়ে ৯ ধাপ এগিয়ে ১৭ তম অবস্থানে এসেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)। গত ১৩ অক্টোবর নিজেদের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেইজে এই তালিকা প্রকাশ করেছে সিন্যাপস।

এর আগে আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় (আইসিপিসি) চট্টগ্রাম বিভাগীয় অঞ্চলে প্রথম এবং জাতীয় পর্যায়ে ১৬তম স্থান অর্জন করেছিল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এতে সিন্যাপস রেটিংয়ে ২৮৯ পয়েন্ট যুক্ত হওয়ায় ২৬তম অবস্থান থেকে ১৭তম অবস্থানে উঠে আসে কুবি।

এই বিষয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, আমাদের টিম এবার যে অসাধারণ পারফরমেন্স করেছে এটা আমাদের জন্য বড় একটি ব্যাপার। আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় ৯ টা সমস্যার মধ্যে ৪ টা সমস্যার সমাধান করতে পারা খুব ভালো যা পূর্বে সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, উপাচার্য স্যারের সাথে কথা হয়েছে আরও দক্ষ প্রশিক্ষক আনার ব্যাপারে। এছাড়া ল্যাবগুলো ২৪ ঘন্টাই খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে আমাদের টিমের সদস্যরা সার্বক্ষণিক প্রোগ্রামিং অনুশীলন করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন এ ব্যাপারে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, এটা খুবই ভালো একটি সংবাদ। যেসব শিক্ষার্থীদের কারণে এই অবস্থানে এসেছি তাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় যে শুধু ৯ ধাপ এগিয়েছে তা-ই নয়, অনেক লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়কেও পেছনে ফেলেছে। শুধু আইসিপিসি না, সবক্ষেত্রেই আমরা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচয় করাতে চাই।

তিনি আরও বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য আরও দক্ষ প্রশিক্ষক আনবো। ভবিষ্যতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়েই এই ধরনের প্রোগ্রামিং কনটেস্ট আয়োজনের কথাবার্তা চলছে। আমাদের লক্ষ্য আছে আগামী বছর এই র‍্যাংকিংটা আরও উপরে নেওয়ার। আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় এই ধরনের কাজে সহযোগিতা করবে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে ৪৫ টি জাতীয় পর্যায়ের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার ওপর ভিত্তি করে সিন্যাপস এই তালিকা প্রকাশ করে আসছে।

এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সে কুবির ২৮ গবেষক

নিজস্ব প্রতিবেদক

আলপার ডগার (এডি) সায়েন্টিফিক ইনডেক্সের ২০২২ সালের নতুন তালিকায় নাম এসেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ জন গবেষকের। যার মধ্যে ২৭ জন শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থী রয়েছেন।

এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সের ওয়েবসাইট ঘুরে দেখা যায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে সবার আগে আছেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন। বাংলাদেশের গবেষকদের মধ্যে সেরা ২০০০ এর তালিকায় আছেন ড. মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন (১৬৪১তম) ও একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. তোফায়েল হোসেন মজুমদার (১৬৭৮তম)।

এছাড়াও ২৮ জন গবেষকদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের তরুণ গবেষক সাইফুর রহমান।

আমাদের নিজেদের ডিজিটাল আবিষ্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের উদ্যোগে 'রিচার্স অ্যান্ড ইনোভেশন: অ্যা কমপ্রিহেনসিভ গাইডলাইন ফর সিএসই স্টুডেন্টস' প্রতিপাদ্যে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

গত ৪ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১টায় প্রশাসনিক ভবনের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে সিএসই বিভাগের প্রভাষক মাহমুদা খাতুন ও অদিতি সরকারের সঞ্চালনায় সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির। সেমিনারের মূল আলোচক ছিলেন ড. এম. কায়কোবাদ ও আজমত ইকবাল।

এ সময় ড. এম. কায়কোবাদ বলেন, গবেষণা খুব অল্প বয়সে শুরু করতে হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিরা খুব অল্প বয়সে গবেষণা শুরু করেছেন এবং সাফল্য পেয়েছেন। কোনো গবেষণা বা সমস্যা সমাধানের জন্য আদা জল খেয়ে লাগতে হবে, মাঝে মাঝে শ্বাস নেওয়ার জন্য শ্বাস নিতে হবে। তবেই সফলতা আসবে।

তিনি আরও বলেন, কম্পিউটার তৈরি আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে। আমাদের নিজেদের ডিজিটাল আবিষ্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। আমরা যেন আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় সকল প্রযুক্তিগত জিনিস নিজেরা তৈরি করতে পারি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, আমি এই বার্তাটি এখানে আমার ছাত্রদের এবং সহকর্মীদের কাছে জানিয়েছি, আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে শেখার, শিক্ষাদান এবং গবেষণার জন্য আরও ভালো জায়গা করতে চাই। সে লক্ষ্য নিয়ে আমি এখানে এসেছি। আমি আপনার সক্ষমতা তৈরিতে এবং জাতীয় বা বিশ্বব্যাপী তা প্রদর্শনের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে আপনাদের সমর্থন দিব।

সিএসই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, এই সময়ে আপনি যদি কিছু না করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেন, তাহলে সেটি ভবিষ্যতেই পড়ে থাকবে। আজকে যদি আপনি আপনার লক্ষ্য সেট করেন এবং নিজেকে অনন্য উচ্চতায় দেখতে চান তাহলে আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পার্থ চক্রবর্তীসহ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকবৃন্দ।

হজ্জ ক্যাম্পে সেবা দিচ্ছেন কুবির রোভার রাশেদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউটস গ্রুপ থেকে হজ্জ ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন অর্থনীতি ১১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাশেদুল আমীন।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ স্কাউটস পুরো দেশ থেকে রোভার সদস্য বাছাই করে হজ্জ ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করেছে। যেখানে তারা হজ্জের উদ্দেশে আগত যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন।

এ বিষয়ে কুবি রোভার স্কাউটস গ্রুপ থেকে সুযোগ পাওয়া রাশেদুল আমীন বলেন, হজ্জ যাত্রীদেরকে সেবা প্রদান করার সুযোগ পাওয়া এটা সত্যিই অনেক প্রাপ্তির জায়গা। আমি হয়তো স্কাউটে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই এই সুযোগ পেয়েছি। বাংলাদেশ স্কাউটস ও রোভারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে এ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

প্রসঙ্গত, কুমিল্লা জেলা রোভারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এবার মোট পাঁচজন সুযোগ পেয়েছে।

কুবির নতুন প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী ওমর সিদ্দিকী। গত ২৩ মার্চ থেকে এ নিয়োগ কার্যকর হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈনের নির্দেশক্রমে ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. আমিরুল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিধি অনুযায়ী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর পদে দায়িত্বরত অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিনের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী ওমর সিদ্দিকীকে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হল।

এ ব্যাপারে কাজী ওমর সিদ্দিকী বলেন, এই রকম দায়িত্ব পাওয়া আনন্দের। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের সারথী হওয়ার চেষ্টা থাকবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকবো।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল কার্যালয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। এ সময় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা।

শেখ রাসেল মানেই বাঙালির আবেগ- ড. সেলিম মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, আলোচনা সভা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

গত ১৮ অক্টোবর সকাল ১০ টায় র‍্যালির মাধ্যমে এই দিবসটির উদযাপন শুরু হয়। এ সময় র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

র‍্যালিটি প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে বিজ্ঞান ভবন হয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে কেক কাটা শেষ করে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ৪১১নং কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ আলোচনা সভায় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ। এছাড়া আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির।

প্রধান আলোচক ড. সেলিম মাহমুদ বলেন, শেখ রাসেল মানেই বাঙালির আবেগ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশ যে গতিতে এগিয়ে চলছিল তা চিরতরে থামিয়ে দিতেই দেশদ্রোহীরা বঙ্গবন্ধুসহ হত্যা করেছিল পুরো পরিবারকে। তারা হত্যা করেছিল ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুকেও। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর এই স্বাধীন দেশের সংসদে পাশ করা হয় ইতিহাসের নিকৃষ্টতম আইন। যে আইনের মূল কথা ছিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের কোনো বিচার হবে না।

তিনি আরও বলেন, আজ যারা দেশে বিদেশে গিয়ে মানবাধিকারের কথা বলেন, নালিশ করেন শেখ রাসেল হত্যার সময় কোথায় ছিলেন? তারা কি জানে শিশু হত্যা মানবাধিকারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থায় লঙ্ঘিত হয়। আজ আবার যেসব অপশক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে তাদের বলি আপনাদের এই ইচ্ছে পূরণ হবে না।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, একটা শক্তি কতটুকু নৃশংস হলে এতটুকু একটা শিশুকে মারতে পারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন বছর ৮ মাসের মাথায় একটা শিশুকে হত্যা করে পুরো জাতিকে কলঙ্কিত করা হলো। আজকে রাসেল নেই। আজকে উনি বেঁচে থাকলে বয়স হতো ৫৮।

তিনি আরও বলেন, আসলে উনাকে মারার মাধ্যমে দেশটাকে সামনে যেতে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তবে পারা যায়নি। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যার শক্ত হাতে বাংলাদেশ আবার এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। তবে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে এমন নিকৃষ্ট ঘটনা যেন না ঘটে, কোনো অপশক্তি যেন আবারও দেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে না পারে, ইতিহাসকে বিকৃত করতে না পারে।

কুবির পাঁচ অনুষদে নতুন ডিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ অনুষদে নতুন মেয়াদে ডিনের দায়িত্ব পেয়েছেন পাঁচজন শিক্ষক। গত ৯ মার্চ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩তম সিন্ডিকেট সভা শেষে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির।

পাঁচ অনুষদের ডিনেরা হলেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এন.এম. রবিউল আউয়াল চৌধুরী, কলা ও মানবিক অনুষদে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আমজাদ হোসেন সরকার, বিজ্ঞান অনুষদে গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. খলিফা মোহাম্মদ হেলাল এবং প্রকৌশল অনুষদে সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসাইন।

দায়িত্বপ্রাপ্তরা আগামী দুই বছরের জন্য নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন।

কুবিতে নবনির্মিত শেখ হাসিনা হলের উদ্বোধন

বেলুন উড়িয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত শেখ হাসিনা হলের উদ্বোধন করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত শেখ হাসিনা হলের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৩১ জুলাই ফলক উন্মোচন, পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে হলের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, হল প্রভোস্ট, প্রক্টরসহ আরও অনেকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, গণমানুষের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে এই হলটির নামকরণ করা হয়েছে যা আমাদের জন্য আনন্দের এবং গৌরবের। আমাদের স্বপ্ন এই হলটিকে মডেল হল হিসেবে তৈরি করা।

তিনি আরও বলেন, আবাসিক সমস্যা লাঘব করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিদ্যাচর্চার পরিবেশ তৈরি করেছি। তোমরা এই সুবিধা ব্যবহার করে বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

সবশেষে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতীকী চাবি হস্তান্তরের মাধ্যমে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে কেক কেটে শেখ হাসিনা হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসবে রানারআপ কুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হল আয়োজিত ত্রয়োদশ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসবে ঢাবির মুহসিন হলের সাথে ফাইনালে লড়ে রানারআপ হয়েছে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি দল।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিতর্ক উৎসবের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। এ বিতর্ক উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য ছিল- 'জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ'।

কুবি থেকে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির দলে ছিলেন আহমেদ উল্লাহ রাকি, ফাতিমা তুজ জোহরা মিম ও সামিউল ইসলাম জিলান। এ বিতর্ক উৎসবের ফাইনালে লড়ার পূর্বে মোট ৬টি বিতর্কের ৫টিতেই বিজয়ী ছিল কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি দল।

ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি আল নাঈম বলেন, প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্বে রানার আপ হওয়ার আনন্দের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন না হওয়ার আক্ষেপ আছে। তবে এটা মাত্র শুরু। কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি বিতর্কের মাধ্যমে গৌরব বয়ে আনতে সবসময় কাজ করে যাবে। সকল সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হল আয়োজিত ত্রয়োদশ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসব ২০২২।

উল্লেখ্য, 'নোনা জলের সন্তাপে ভাসে এক পৃথিবীর স্নেহকোল, দূর প্রান্তরে জানি জাগবেই আবার জীবনের কল্লোল'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাবির ফজলুল হক হল ডিবেটিং ক্লাব আয়োজন করে দেশের বিজ্ঞান বিতর্কের সবচেয়ে বড় আয়োজন 'ত্রয়োদশ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসব-২০২২'। যেখানে আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট ৪ দিনব্যাপী সংসদীয় পদ্ধতির এই বিতর্ক উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়।

কুবি শিক্ষার্থীদের তৈরি রোবট 'সিনা' উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ে

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমির (বার্ড) অর্থায়নে এবং কুবি সায়েন্স ক্লাবের তত্ত্বাবধানে তৈরিকৃত রোবট 'সিনা'র সাথে এর নির্মাতারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রথম রোবট 'সিনা' জায়গা করে নিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বইয়ে। ইকবাল আহমেদ রচিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির আইসিটি এক্সপার্ট বইয়ের ৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে কুবি শিক্ষার্থীদের তৈরি রোবট 'সিনা'।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রোবটটির নির্মাতা সঞ্জিত মন্ডল বলেন, আমি চাই রোবটিক্স সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক। শিক্ষার্থীরা রোবটিক্স নিয়ে অনেক কিছু জানুক, তারা নিজেরা রোবট তৈরি করুক। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারা এগিয়ে থাকুক এবং টেকনোলজিতে তারা বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক জায়গায় নিয়ে যাক।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, খবরটি শুনে খুব খুশি হয়েছি। আইটি শিক্ষায় দক্ষতার প্রমাণ রাখায় বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখ্য, রোবট 'সিনা' তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমির (বার্ড) অর্থায়নে এবং কুবি সায়েন্স ক্লাবের তত্ত্বাবধানে। এটি তৈরিতে কাজ করেছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ১০ম ব্যাচের শিক্ষার্থী সঞ্জিত মন্ডল, একই বিভাগের ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সাঈদুর রহমান, আইসিটি ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জুয়েল নাথ ও মো. মাসুম।

কুবিতে শেখ হাসিনার জন্মদিনে চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে 'শেখ হাসিনার সংগ্রামী জীবন' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের পাদদেশে এ পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কাজী ওমর সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মো. জাহিদ হাসান, কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এনএম রবিউল আউয়াল চৌধুরী, আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রশিদুল ইসলাম শেখ, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হলের প্রাধ্যক্ষ জিল্লুর রহমান, শেখ হাসিনা হলের প্রাধ্যক্ষ সাহেদুর রহমান, কর্মকর্তা পরিষদের সভাপতি আবু তাহের, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. মহসিন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের একাংশের সদস্যবৃন্দ, কুবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজসহ আরও অনেকে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মঈন বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ এমন একটি পর্যায়ে আসার পেছনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান অপরিসীম। তাই আমরা তার নেতৃত্ব দীর্ঘদিন প্রত্যাশা করি।

পুকুর খননে মিলল কাঠের প্রাচীন স্তম্ভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা করতে গিয়ে কাঠের তৈরি এক প্রাচীন স্তম্ভ উদ্ধার করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুর্শেদ রায়হান। গত ১৯ মার্চ কুমিল্লা জেলার পাঁচথুবী ইউনিয়নের ইটাল্লা গ্রামে পুকুর খনন করার সময় এক বিশাল কাঠের স্তম্ভ দৃশ্যমান হলে তিনি তা উদ্ধার করেন। উদ্ধার করা স্তম্ভটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ ফুট। এতে কারুকাজসহ কিছু অংশে এখনও হালকা নীল রঙের আস্তরণ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুর্শেদ রায়হান বলেন, কাঠের স্তম্ভটি পাওয়ার পর আমি তা সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসি। এ ধরনের নিদর্শন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই ইউনিক এবং দেশের খুব কম স্থান থেকে এ ধরনের কাঠের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় সাধারণত প্রাচীন কাঠের নিদর্শন টিকে থাকে না। গবেষণা করলে এই নিদর্শন থেকে এ অঞ্চলে ইট ও কাঠের সমন্বয়ে নির্মিত স্থাপত্যসহ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা সম্ভব হবে।

স্তম্ভটি সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি বলেন, এটি একটি চমৎকার মিউজিয়াম অবজেক্ট এবং এটির সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এটি সংরক্ষণ করতে প্রয়োজন কেমিক্যাল প্রিজারভেশন। এর জন্য মোটা অঙ্কের ফান্ড প্রয়োজন। ফান্ডের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রশাসনের কাছে প্রজেক্ট হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই যাতে ভালোভাবে প্রিজার্ভেশন করতে পারি। আমাদের যেহেতু প্রিজারভেশন কনজারভেশন ল্যাবরেটরি আছে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থীরা কোর্সের অংশ হিসেবে কাঠের কনজারভেশন শেখার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া গবেষণা প্রকল্পের আওতায় পাঁচথুবী ইউনিয়ন নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। তার গবেষণার নাম 'ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অব আর্কিওলজিকাল রিমেইন্স: এন এক্সপ্লোরাটোরি রিসার্চ ইন পাঁচথুবী অ্যান্ড সারাউন্ডিং রিজিয়নস অব কুমিল্লা।'